লিপি
শিলিগুড়ি, মঙ্গলবার, ৩০ মে, ২০১৭
Siliguri •Tuesday•May 30, 2017
Arthik Lipi, page 7

চেক নিচ্ছেন ভাবাদিঘির কিছু অংশীদার

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ হুগলির গোঘাটের ভাবাদিঘি নিয়ে আন্দোলন ধীরে ধীরে কিছুটা প্রশমিত হচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে। রেলদপ্তর ও মুখ্যমন্ত্রীর একগুচ্ছ প্রস্তাবের পর অনেকেই আন্দোলন থেকে সরে আসতে চাইছেন বলে খবর। তাঁরা আর ভাবাদিঘি নিয়ে আন্দোলনে কোনও যৌক্তিকতা খুঁজে পাচ্ছেন না বলে জানিয়েছেন। তাই তাঁদের অনেকেই ভাবাদিঘির জমি অধিগ্রহণের চেক গ্রহণ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করছেন। প্রশাসন ও শাসকদল তা জানতে পারার পরেই নড়েচড়ে বসে। চুঁচুড়ার বদলে গোঘাট থেকেই চেক বিলির ব্যবস্থা করা হয়। গত সপ্তাহেই অনিচ্ছুক অংশীদারদের চেক গোঘাটে পৌঁছে দেওয়া হয়। এরপর থেকেই বেশকিছু অনিচ্ছুক অংশীদার চেক নিতে শুরু করেছেন। ইতিমধ্যেই ৭জন চেক নিয়ে গেছেন। আরও কয়েকজন প্রশাসনের সঙ্গে চেক নেওয়ার ব্যাপারে যোগাযোগ করেছেন। উল্লেখ্য, বিষ্ণুপুর-তারকেশ্বর রেলপথের গোঘাটের ভাবাদিঘিতে দীর্ঘদিন ধরেই রেলপ্রকল্পের কাজ থমকে রয়েছে। ওই এলাকার কিছু মানুষের বক্তব্য, ভাবাদিঘির উপর দিয়ে রেললাইন নিয়ে গেলে তাঁদের রুটিরুজির সমস্যা হবে। দিঘির জলকর নষ্ট হয়ে গেলে তাঁদের জীবিকা অর্জনের প্রধান মাধ্যমই হারিয়ে যাবে। কিন্তু প্রথমে রেলদপ্তর ও পরে মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের জন্য একগুচ্ছ পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেন। বাঁকুড়ার প্রশাসনিক সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দেন দিঘির যতটুকু জলকর রেলের কাজে ব্যবহৃত হবে তার দ্বিগুণ জলকর দিঘির অন্য পাশে খনন করে দেওয়া হবে। এছাড়াও মৎস্যজীবীদের জন্য বিভিন্ন সুযোগ দেওয়া হবে। এরপরেই আন্দোলনকারীদের অনেকেই আন্দোলন থেকে সরে আসার সিদ্ধান্ত নেন। অনিচ্ছুক ৮৩জন অংশীদারের মধ্যে অনেকেই প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তাঁরা জানিয়ে দেন, এই আন্দোলনের পাশে আর তাঁরা নেই। তাই তাঁরা চেক নিতে ইচ্ছুক। তবে চুঁচুড়ায় গিয়ে চেক নেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁদের সমস্যা আছে। এরপরেই প্রশাসন গোঘাটে চেক নেওয়ার ব্যবস্থা করে। গত সপ্তাহেই চুঁচুড়া থেকে গোঘাট ১নং বিডিও অফিসে অনিচ্ছুক অংশীদারদের চেক এসে পৌঁছায়। তারপর থেকেই সোমবার দুপুর পর্যন্ত ৭জন অংশীদার চেক নিয়ে গেছেন। এ বিষয়ে বিধায়ক মানস মজুমদার জানান, আরও অনেকেই চেক নেওয়ার জন্য আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। তাঁরাও তাড়াতাড়ি এই চেক গ্রহণ করবে। আমরা তাঁদেরকে সবরকম সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেব।

অন্যদিকে হুগলি জেলা তৃণমূল যুব সহসভাপতি প্রদীপ রায় বলেন, আরও ৮জন চেক নেওয়ার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। তাঁরাও খুব শীঘ্রই চেক নিয়ে নেবেন। তিনি আরও বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পর আন্দোলনকারীদের অনেকেই আর আন্দোলনের প্রয়োজন আছে বলে মনে করছেন না। তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণাকে সম্মান জানিয়ে একে একে চেক নিতে শুরু করেছেন।

অনির্বাণের পাশে সমাজসেবী স্বপনবাবু

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ বাবা সামান্য ইলেকট্রিক মিস্ত্রি। মা গৃহবধূ। এই দরিদ্র পরিবার থেকেই এবার মাধ্যমিকে দ্বিতীয় স্থান দখল করে সারা বাংলাকে চমক লাগিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আগামী দিনে তাকেশ্বরের অনির্বাণ খাঁড়াকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হলে ভালো স্কুলে পড়াশোনার পাশাপাশি গৃহশিক্ষক, বই ইত্যাদি সাহায্যের প্রয়োজন। বাবার যে উপার্জন তাতে কিছুই হয় না। পাড়ায় কোনও বৈদ্যুতিন লাইনে ত্রুটি ঘটলে তবেই ডাক পড়ে অনির্বাণের বাবা স্বদেশ খাঁড়ার। আয় বলতে সেটুকুই। ছেলের পড়াশোনার খরচের প্রশ্ন উঠতেই তিনি জানালেন, ছেলের তো ইচ্ছা চিকিৎসক হওয়ার। কিন্তু আমার তো এই রোজগার। যদি কোনও প্রতিষ্ঠান বা সরকার আমার পরিবারের প্রতি সহৃদয় হয়, সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে তাহলে খুব ভালো হয়। মা তনুশ্রী খাঁড়া চোখভরা জল নিয়ে বলেন, আপনাদের খবরের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি আমাদের অবস্থার কথা জানতে পারেন তাহলে নিশ্চয় তিনি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন। পুলিশের পক্ষ থেকে অবশ্য অনির্বাণ বই খাতার সাহায্য পেয়েছে। তবে অনির্বাণের দাবি, আমি ঠিক লক্ষ্যে পৌঁছে যাব। এদিকে সোমবার তারকেশ্বরের বিশিষ্ট সমাজসেবী স্বপন ক্ষেত্রপাল অনির্বাণের বাড়ি যান। তিনি অনির্বাণের পরিবারের হাতে পড়াশোনার জন্য ১০ হাজার টাকা তুলে দেন। এছাড়াও ফুল ও মিষ্টি উপহার দেন। সঙ্গে ছিল অনির্বাণের প্রিয় লেখক শরৎচন্দ্রের কিছু বই। এছাড়া ওই স্কুলেরই আর এক দরিদ্র ছাত্র সবুজ মণ্ডল এবার পেয়েছে ৬৭৯। তাকেও স্বপনবাবু ৫ হাজার টাকা, ফুল, মিষ্টি ও বই উপহার দেন। স্বপনবাবু বলেন, এধরনের অসহায় পরিবারের পাশে সারাজীবন থাকতে চাই।

আরামবাগে সিভিল ডিফেন্স ট্রেনিং

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ হুগলির আরামবাগ ব্লকের উদ্যোগে সোমবার থেকে শুরু হল সিভিল ডিফেন্স ট্রেনিং ক্যাম্প। এই শিবিরে ৬০জন যুবক স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে। প্রায় দেড় মাস ধরে এই প্রশিক্ষণ চলবে। মূলত বন্যা, অগ্নিকাণ্ড, জলে ডোবা ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের উপর তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। পরে যখন প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটবে তারা প্রাকৃতিক মোকাবিলা দপ্তরের আধিকারিক ও কর্মীদের সহায়তা করবে। এছাড়াও সংশ্লিষ্ট দপ্তরে চাকরির ক্ষেত্রে তারা অগ্রাধিকার পাবে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আরামবাগ প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা আধিকারিক অমিত দাস, বিডিও বিকাশ ভট্টাচার্য, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শিশির সরকার প্রমুখ।

সাফল্য

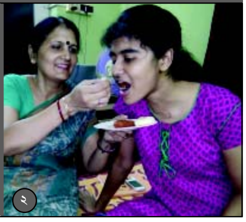

১। আই সি এস সি-তে রাজ্যে দ্বিতীয় হুগলির ডানকুনির মেথোডিস্ট স্কুলের ছাত্র রিচিক দাস(৪৯৪)।
২। আই সি এস সি-তে রাজ্যে তৃতীয় হুগলির চন্দননগর সেন্ট জোসেফ-এর শ্রীপর্ণা মুস্তাফি (৪৯৩)।

হিমঘরে কর্মবিরতি শুরু

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ হিমঘরের ভাড়া সম্পর্কে নানা বিভ্রান্তির প্রতিবাদে হুগলির তারকেশ্বরে বালিগোড়ি আলু ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতি কর্মবিরতির ডাক দিল। সোমবার সকাল ন'টা থেকে আলু ব্যবসায়ীসহ কয়েকশ চাষীকে নিয়ে এই আন্দোলন চলতে থাকে। দেখা যায় হিমঘরের সামনে মাইক লাগিয়ে হিমঘর মালিকদের বিরুদ্ধে শ্লোগান চলছে। জানা গেছে, মোট ৪টি হিমঘর এই কর্মবিরতির মধ্যে পড়েছে। এর মধ্যে রয়েছে অভিযান, পাইনিয়র, রাধামাধব ও তারকেশ্বর কোল্ড স্টোরেজ। সমিতির পক্ষ থেকে জয়দেব ঘোষ বলেন, হিমঘর ব্যবসার নামে রাজ্য সরকারের সঙ্গে প্রতারণা করছেন হিমঘর মালিকরা। পাশাপাশি সমিতির দাবি, তাঁরা যে ৫০ কেজির বস্তা ভাড়া বাবদ আমাদের থেকে ৭০.২৫টাকায় নিচ্ছে কিন্তু রসিদ দিচ্ছে ৬৩ টাকার। বাকি ১৩ টাকার কোনও রসিদ নেই। ৩টাকা ২৫ পয়সা ইন্সিওরেন্স বাবদ কাটা হচ্ছে। তারও কোনও রসিদ দেওয়া হচ্ছে না। তাই আলুর ক্ষতিপূরণ পেতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। তাছাড়া এত পরিমাণ ওভারলোড নিচ্ছে যে চাষীদের আলু বের করা যাচ্ছে না। আমরা ১ মাস ঘুরছি। আলু পাচ্ছি না। তবে স্টোর মালিকদের পক্ষ থেকে স্টোর ম্যানেজার তরণী ঘোষ বলেন, আমরা কুইন্টাল প্রতি ৬.৫০টাকা ইন্সিওরেন্স দিই, আমাদের কাছে কাগজ চাইলে দিয়ে দেব। বাড়তি ভাড়া নেওয়ার যে কথা বলা হচ্ছে সেটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। বাকি টাকা কর্মচারীদের লোডিং আনলোডিং-খরচ বাবদ কাটা হয়।

বালিগোড়ী
আলু ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতি

তৃণমূল কর্মীর স্মরণে রক্তদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ প্রয়াত তৃণমূল কর্মী নরেশ রায়ের স্মরণে সোমবার হুগলির গোঘাট ২নং ব্লকের শ্যামবাজারে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে আয়োজিত এই শিবিরে ৩৫জন রক্তদান করেন। উপস্থিত ছিলেন গোঘাট ২নং ব্লক তৃণমূল সভাপতি তপন মণ্ডল ছাড়াও ফরিদ খান, নিতাই নন্দী, হরেরাম রায় প্রমুখ তৃণমূল নেতারা।

গোঘাটের বিভিন্ন স্কুলের মাধ্যমিকের ফলাফল

বিদ্যালয়ের নাম	মোট পরীক্ষার্থী	উত্তীর্ণ	সর্বোচ্চ নম্বর
কামারপুকুর নয়নতারা বালিকা বিদ্যালয়	৯৩	৯৩	সুচরিতা চট্টোপাধ্যায় (৬৩৪)
সাতবেড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয়	১০৯	১০২	সায়ন ঘোষ (৬৫৩)
ভগবতী বালিকা বিদ্যালয়	৫৭	৫৭	চিত্রলেখা পালুই (৬৬০)
ঝরিয়া রামকৃষ্ণ বিদ্যালয়	৮২	৮১	নিবেদিতা নন্দী (৬৫৯)
বালি উচ্চ বিদ্যালয়	৫৯	৫৮	প্রীতম কুণ্ডু (৬০৯)
বেঙ্গাই কামিনীদেবী বালিকা বিদ্যালয়	২৭	২৪	সায়ন্তী সরকার (৬২৪)
বেঙ্গাই উচ্চ বিদ্যালয়	৬৭	৬৭	অর্পণ ঘোষ (৫৯৭)
সামন্তখণ্ড উচ্চ বিদ্যালয়	১০০	১০০	শুভম দে (৬৫৬)
বদনগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়	৯৪	৯২	চন্দন বীট (৬৬৬)
গোঘাট উচ্চ বিদ্যালয়	১০০	৮৮	দিব্যেন্দু বিশ্বাস (৬১৬)
কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মিশন বহুমুখী বিদ্যাঃ	১০০	১০০	নব্যেন্দু ঘটক (৬৮৫)
কোকন্দ কালিকা শিক্ষাসদন	১৪৭	১৪৩	শৌভিক পাঁজা (৬৬৯)
হাজিপুর ইউনিয়ন হাইস্কুল	১১৮	১১০	অনির্বাণ লাহা (৬৫৯)

মৎস্যজীবীদের সাহায্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ হুগলির গোঘাট ২নং ব্লকের উদ্যোগে সোমবার ব্লক অফিস প্রাঙ্গণে ১৭জন মৎস্যজীবীর হাতে আইসবক্স তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন গোঘাট ২নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পুতুল মুর্মু, মৎস্য দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ মিনতী মণ্ডল, ব্লক মৎস্য আধিকারিক শান্তিনাথ বাগ প্রমুখ। এছাড়াও এদিন ৫০জন মৎস্যজীবীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

ডালহৌসিতে শ্রমিক অসন্তোষ

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি ঃ হুগলির চাঁপদানির ডালহৌসি জুট মিলে শ্রমিক অসন্তোষ নিয়ে অচলাবস্থার সৃষ্টি হল। চিনা মেশিনে শ্রমিকদের কাজ করতে বলায় শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। স্প্রিনিং সহ কয়েকটি বিভাগে কাজ বন্ধ করে দেয় শ্রমিকরা। মিল কর্তৃপক্ষ নোটিশ জারি করে শ্রমিকদের কাজে যোগ দিতে বলে। শ্রমিকদের সাফ কথা, ট্রেনিং ছাড়া চিনা মেশিনে কাজ করা যাবে না। উল্লেখ্য, গত মাসেও শ্রমিক অসন্তোষের জেরে সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক-এর নোটিশ ঝোলে।

তৃণমূলের নজরুল জয়ন্তী ও ইফতার পার্টি

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ হুগলির গোঘাট ১নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে রবিবার সন্ধ্যায় কবি কাজি নজরুল ইসলামের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে তাঁর প্রতি এক শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পরে অনুষ্ঠিত হয় একটি ইফতার পার্টি। উপস্থিত ছিলেন গোঘাট ১নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মনোরঞ্জন পাল, হুগলি জেলা পরিষদের সদস্য নারায়ণ পাঁজা, গোঘাট ১নং ব্লক তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি আব্দুল রহিম প্রমুখ।

ন'মাসেও সেতু হয়নি ঃ বিপাকে এলাকাবাসী

সঞ্জীব ঘোষ ● গোঘাট

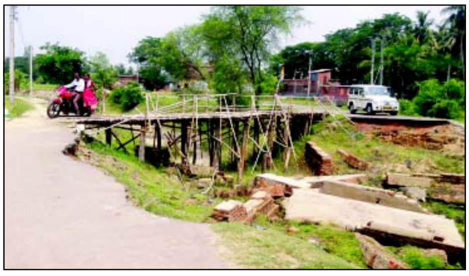

২০১৬ সালের আগস্ট মাসে হুগলির আরামবাগ মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় বন্যা হয়। ওই সময় দ্বারকেশ্বর নদের বন্যায় গোঘাটের বালি অঞ্চলসহ বেশ কয়েকটি এলাকা জলমগ্ন হয়। ক্ষতিগ্রস্ত হয় কৃষিজমি, গবাদি পশু, বাড়িঘর এমনকি মানুষেরও। ভেঙে যায় বেশ কিছু সেতুও। যার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য হল গোঘাটের বালি অঞ্চলের কৃষ্ণবল্লভপুর এলাকার কংক্রিটের সেতুটি। দ্বারকেশ্বর নদের শাখাখাল ঝিঙ্কের খালের উপর এই সেতুটি তৈরি ছিল। কংক্রিটের এই সেতুর উপর দিয়ে সাইকেল, বাইক ছাড়াও চার চাকার ভারি যানবাহন চলাচল করত। কৃষ্ণবল্লভপুর, শ্যামবল্লভপুর, ক্ষীরগ্রাম, ছোটডোঙ্গল, মুক্তারপুরসহ আশেপাশের বহু গ্রামের মানুষ এই সেতুটিকে তাঁদের নিত্য প্রয়োজনে ব্যবহার করতেন। চাষের ফসল থেকে শুরু করে বিভিন্ন জিনিস তাঁরা ওই সেতুর উপর দিয়েই বাজারে বয়ে নিয়ে যেতেন এবং প্রয়োজনীয় জিনিস বাজার থেকে কিনে বাড়ি ফিরতেন। এছাড়াও ওই এলাকার জুনিয়ার হাইস্কুলের ছাত্রছাত্রীরা ওই সেতুটিকে নিত্য ব্যবহার করত। প্রশাসনিক কাজের জন্য ওই এলাকার গ্রামগুলির মানুষকে ওই সেতু পার হয়েই বালি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং গোঘাট ১নং ব্লক অফিসে পৌঁছাতে হত। কিন্তু আগস্ট মাসের বন্যায় জলের তীব্রতায় সেতুটি ভেঙে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। সেই ভগ্নস্তূপ এখনও সেতুর পাশেই পড়ে রয়েছে। এলাকার মানুষ বার বার সেখানে পুনরায় কংক্রিটের সেতু নির্মাণের দাবি জানিয়েছেন। কিন্তু এব্যাপারে কোনও উদ্যোগই দেখা যায়নি। তবে গোঘাট ১নং ব্লকের পক্ষ থেকে ওই ভাঙা সেতুর পাশেই বাঁশ ও কাঠ দিয়ে একটি অস্থায়ী সেতু তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। সেই সেতুই এখন গত ৯ মাস ধরে ওই এলাকার মানুষের কাছে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যমের পরিণত হয়েছে। যদিও ওই সেতুটি খুবই বিপজ্জনক।

যেকোনও মুহূর্তে ওই সেতু ভেঙে বা সেতু থেকে কেউ পড়ে গিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হতে পারেন। চার চাকার যান স্বাভাবিকভাবে আর যেতে পারে না। চার চাকার গাড়িতে যাত্রী থাকলে তাঁদের সেতুতে ওঠার আগেই নামিয়ে দিতে হয়। খালি গাড়ি সেতুর উপর দিয়ে পার করে তারপর আবার গাড়িতে উঠতে হয়। এভাবেই চলে আসছে বেশ কয়েক মাস। কিন্তু এলাকার মানুষ আবার আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। কারণ সামনেই বর্ষা। আবার দ্বারকেশ্বর কুল ছাপিয়ে বইতে শুরু করবে। ভরে উঠবে ঝিঙ্কের খাল। তখন ওই বাঁশ ও কাঠ দিয়ে তৈরি সেতু আদেও কতটা মজবুত থাকবে তা নিয়ে তাঁদের প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। তাই তাঁরা চান অবিলম্বে আবার ওই সেতুটি কংক্রিটের তৈরি করা হোক। এব্যাপারে গোঘাট ১নং বিডিও অসিতবরণ ঘোষ জানালেন, আমরা ওই সেতুর জন্য একটি প্রোপোজাল রেডি করছি। সেটি পাঠাব। অন্যদিকে হুগলি জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মনোজ চক্রবর্তী বলেন, আমরা সেতুর জন্য ১০-১১ লক্ষ টাকা একটি এসটিমেট আমরা ইতিমধ্যেই পাঠিয়েছি। সেটি অনুমোদন পেয়ে গেলেই কাজ শুরু হয়ে যাবে।

বারুইপাড়া পঞ্চায়েতে হামলা

নিজস্ব সংবাদদাতা, সিঙ্গুর ঃ রবিবার বিকালে হুগলির সিঙ্গুর থানার বারুইপাড়া পঞ্চায়েতে ভোটার কার্ডের ছবি তোলার কাজ করতে আসা কর্মীদের উপর হামলার ঘটনা ঘটল। কয়েকজন যুবক হঠাৎই তাঁদের উপর আক্রমণ চালাল। পুলিশ ও পঞ্চায়েত সূত্রে জানা, এদিন পঞ্চায়েত কার্যালয়ে ছবি তোলার কাজ চলছিল। তখন কয়েকজন যুবক তাঁদের উপর হামলা চালায়। একজন কর্মী ইটের আঘাতে জখম হন। তাঁর মাথা ফেটে যায়। আর এক কর্মীর হাত ও পায়ে আঘাত লাগে। তাঁদের স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। একজনের মাথায় ৭টি সেলাই পড়েছে। এই ঘটনায় পুলিশ তদন্তে নেমে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে।

রং মেলান্তি এসো রং করি
অঙ্কন প্রতিযোগিতা
যোগাযোগ
7407450600
7407450077
CITA Arrange by AD-VENTURE
পুরস্কার
১ম-১০,০০০ (স্কুলকে-৫০০০)
২য়-৭,০০০
৩য়-৫,০০০,
২৮টি সান্ত্বনা ৩টি গ্রুপ

নিরোগ ডায়গনষ্টিক
আরামবাগ, কোর্ট রোড, হুগলী
Ph. 03211-256950, Mob. 9732843677
স্পাইরাল 3D মাল্টিস্লাইস
সিটিস্ক্যান